শারদোৎসব।

গীতিনাট্য।

নাড়াজোল ও মেদিনীপুরাধিপতি

শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁন কর্ত্তৃক

সুরলয়ে রচিত।

SARADOTSABA.

OPERA.

BY

RAJAH MOHENDRO LALL KHAN,

Zemindar of Narajole, Midnapore.

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৬১ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৮ সাল।

বিজ্ঞাপন।

শারদোৎসব প্রকাশিত হইল; বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া যে কিছু সময় অবকাশ পাইয়াছি, তদবসরে ইহা রচিত হইয়াছে। ইহা সাধারণের প্রীতিপ্রদ হইবে কি না, কখন ক্ষণকালের জন্যেও সে চিন্তা করি নাই। তবে এইমাত্র ভরসা যে ত্রিলোকতারিণী বিশ্বজননী মহিষমর্দ্দিনী মহামায়ার গুণানুকীর্ত্তন ভারতবাসীর কখন একবারে অশ্রদ্ধেয় হইবেক না; ইহা ভাল হউক বা মন্দ হউক অবশ্য কোন সময়ে কাহার নয় কাহার কিয়ৎপরিমাণেও যে প্রীতিজনক হইবেক, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই ইতি।

নারাজোল রাজবাটী,
জেলা মেদিনীপুর।
শকাব্দাঃ ১৮০৩, মাহ ভাদ্র।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।	পুরুষ।
গিরিরাজ।	শ্রীরামচন্দ্র।
শঙ্কর।	লক্ষ্মণ।
গণপতি।	ব্রহ্মা।
কার্ত্তিক।	বিভীষণ।
নারদ।	সুগ্রীব।

হনুমান, অঙ্গদ, নল, নীল, জাম্বুবান, নাগরিকগণ ও বন্দিগণ।

স্ত্রী।	স্ত্রী।
মেনকা।	জয়া।
উমা, দুর্গা।	বিজয়া।
অষ্টনায়িকা।	সীতা।

প্রতিবেশিনীগণ ও উমার বাল্য-সখিগণ।

শারদোৎসব।

গীতিনাট্য।

প্রস্তাবনা।

(মৃদুবাদ্যের সহিত পটোত্তোলন।)

সময় প্রভাত—লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণপতি, কার্ত্তিক, জয়া বিজয়াসহ মহিষাসুরমর্দ্দিনী দশভুজার অধিষ্ঠান।

সম্মুখে অপ্সরাদ্বয়ের নৃত্য ও গীত।

রাগিণী বাহার বসন্ত—ত্রিতালী।

মহিষাসুরমর্দ্দিনী মহামায়া আগমনে।
আনন্দস্রোত প্লাবিত হইয়াছে ত্রিভুবনে।
করি নানা অনুষ্ঠান,
উৎসবে সবে নিমগ্ন,
ভক্তিভাবে ভাবি দশভুজার চরণ ;
হৃষ্টচিত্তে পুষ্পাঞ্জলি করিয়ে অর্পণ,
প্রমোদে কাটায় কাল ভবানীর গুণগানে।

(পটক্ষেপণ।)

শারদোৎসব।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সময় অপরাহ্ণ।—হিমগিরি-নিবাস।—মেনকা উপবিষ্টা।

(প্রতিবেশিনীদ্বয়ের প্রবেশ।)

১

পূরবী সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

প্রথমা। আরো কি রহিবি রাণী ভুলিয়ে তোর উমারে।
কি কঠিন প্রাণ তব প্রাণ ধর কি প্রকারে।
হ'য়ে পাষাণের রমণী,
হইলি বুঝি পাষাণী,
স্নেহ-শূন্য যে জননী না শুনি কোন সংসারে।

দ্বিতীয়া। প্রতিবাসিনী হইয়ে,
মোরা মরি গো কাঁদিয়ে,
তুমি কি নিশ্চিন্ত হ'য়ে, আছ আহ্লাদ অন্তরে।

২

পূরবী সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

মেনকা। তোরা কি জানিবি ওগো যে করে আমার মন।
দুখহরা তারাহারা হ'য়ে কাঁদি অনুক্ষণ।
কি করি নাহি উপায়,
বল কে কৈলাসে যায়,
কে আনে মম উমায়, হরে করিয়ে যতন।
স্বামী যিনি গিরিরাজ,
কিছু নাহি তাঁর লাজ,
তনয়ার তত্ত্ব সেত, নাহি করে গো গ্রহণ।

৩

ত্রিবণী সম্পূর্ণ—ঝাঁপতাল।

প্রথমা। অপত্য-স্নেহ যে শূন্য হয় পিতার হৃদয়।
কভু শুনি নাই রাণী শুনে না হয় প্রত্যয়।
উমা দুহিতা-রতন,
তারে হ'য়ে বিস্মরণ,
ধরে কেমনে জীবন, নিষ্ঠুর সে হিমালয়।

দ্বিতীয়া। তুমি যদি যত্ন ক'রে,
পাঠাতে কৈলাসে তাঁরে,
বুঝায়ে সে জামাতারে, আনিত ত্বরা নিশ্চয়।

৪

মুলতান সম্পূর্ণ—দ্রুত ত্রিতালী।

মেনকা। তোমরা জাননা কি গো মম জামাতার মন।
তারা ছাড়া হ'য়ে তিনি না থাকেন অল্পক্ষণ।

গত বসন্ত বাসরে,
মাত্র দিনত্রয় তরে,
এনে ছিনু অম্বিকারে, কত করিয়ে যতন।
ব'লেছেন হিমালয়,
না হইলে সুসময়,
শঙ্কর হ'য়ে সদয়, পাঠাবে না উমাধন।

৫

পুরবী সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

প্রথমা। দেখ সুসময় রাণী হইয়াছে সমাগত।
আর বিলম্ব ক'র না হ'ল বহু দিনাতীত।

দ্বিতীয়া। দেখ শারদীয় ফুল,
বিতরিছে পরিমল,
ধরাতল সুশীতল, শারদ শশী উদিত।

প্রথমা। অতএব ত্বরা ক'রে,
আন ঘরে তনয়ারে,
পাঠাইয়ে গিরিবরে, গিরিশ-পুরেতে দ্রুত।

৬

ধানশ্রীপুরবী সম্পূর্ণ—তেওট।

মেনকা। আর কেন লজ্জা দাও তোমা সবে পুনঃ পুনঃ।
ত্বরায় আনিতে তারাধন,
পাঠাইব শৈলরাজে শঙ্করের নিকেতন।

৭

কেদারী সম্পূর্ণ—একতালা।

প্রথমা। দেখো দেখো দেখো রাণি ভুলিওনা পুনরায়।
ত্বরা তব গৃহে যেন দেখিতে পাই উমায়।

দ্বিতীয়া। ধিক্ সেই গিরিরাজে,
মত্ত তিনি রাজকাজে,
শঙ্কা নাহি লোকলাজে, বড় কঠিন-হৃদয়।

প্রথমা। হ'ল বহু মাসাতীত,
বিলম্ব নহে উচিত,
উমার বিরহে চিত, সদত ব্যথিত হয়।

প্রতিবেশিনীদ্বয়ের বাক্যে মেনকা রাণী দুঃখিত হইয়া ক্রন্দনচ্ছলে—

৮

কেদারী সম্পূর্ণ—একতালা।

আমি কি ভুলিতে পারি মম প্রাণ উমাধনে।
উমা উমা ক'রে গো মা কেঁদে মরি রাত্রিদিনে।
আর কত ক্লেশ সব,
কি করিব, কোথা যাব,
হায়! কবে কোলে পাব আমার উমা-রতনে।
উমার মুখারবিন্দ,
জিনিয়ে শারদ-চন্দ্র,
না হেরিয়ে নিরানন্দ, দেখ মম নিকেতনে।

[প্রতিবেশিনীদ্বয়ের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

সময় প্রভাত ।—রাজপুরস্থ বহির্বাটী ।

(উদ্বিগ্নচিত্তে গিরিরাজ আসীন, গীত গাইতে গাইতে মেনকার প্রবেশ ।)

১

খট সম্পূর্ণ—যৎ ।

ওরে নিদ্রা কেন ভঙ্গ হ'লি ।
তব আরাধনে, প্রত্যুষে স্বপনে, দিয়ে উমাধনে,
কেন হরে নিলি ।
বহুদিন পরে পেয়ে তনয়ারে,
ভাসিতেছিলাম সুখের সাগরে,
দিতে অগ্রসর ক্ষীরসর তারে, সেই অবসরে কোথা লুকাইলি ।
এইক্ষণে দেখ করি অন্বেষণ,
কোথাও বাছায় পাই না দর্শন,
জ্বলিছে অন্তরে বিচ্ছেদ-দাহন, বল প্রাণধনে কারে বিতরিলি ।

মেনকা গিরিরাজের পার্শ্বে উপবেশন করতঃ—

১০

খট সম্পূর্ণ—যৎ।

গিরি গত নিশি অবসানে।
আমার উমারে, সহিত শঙ্করে, হেরম্ব কুমারে,
দেখেছি স্বপনে।
ধরিয়ে অঞ্চলে মা মা উমা বলে,
তারে কুতূহলে বসাল্যাম কোলে,
ক্ষীরসরননী বদন-কমলে, দিতে দ্রুত হ'য়ে যাই সযতনে।
হেনকালে গেল আবেশ নিদ্রার,
দুহিতা দৌহিত্রে নাহি হেরি আর,
সে অবধি অন্বেষণ করি তার, কারো তত্ত্ব নাহি পাই কোন স্থানে।
পিতৃদোষে কন্যা হ'য়ে কি পাষাণী,
হ'ল অন্তর্হিত ত্যজিয়ে জননী,
এমন নিষ্ঠুরা হবে যে ঈশানী, কভু ভাবি নাই নাথ আমি মনে।

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া গিরিরাজের করধারণ পূর্ব্বক—

১১

যোগিয়া সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

গৌরীরে আনিতে গিরি যাও হে গিরিশ-পুরে।
বড়ই ব্যাকুল চিত না হেরিয়ে তনয়ারে।
তুমি রাজকাযে মত্ত,
সদা প্রমোদে প্রবৃত্ত,
কে লয় কন্যার তত্ত্ব, ধিক্ তব ব্যবহারে।

কি কঠিন প্রাণ তব,
স্নেহ না হয় উদ্ভব,
মম ভাগ্যদোষ সব, মিছে দূষি হে তোমারে।

১২

রামকেলী সম্পূর্ণ—ত্রিতালী।

গিরি। প্রিয়ে কেন দূষ মোরে পুনঃ পুনঃ।
আমি বড়ই চিন্তিত, ব্যাকুল আমার চিত,
বহুদিন না হেরিয়ে উমার বদন।
দুহিতা দৌহিত্র আর জামাতারে, চলিলাম আমি আনিবারে,
প্রত্যাগত হব অতি সত্বরে,
ভাব কেন অকারণ।

১৩

যোগিয়া সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

মেনকা। যাও যাও যাও ত্বরা বিলম্বে কি প্রয়োজন।
তবু তব বাক্য শুনে সুস্থির হইল মন।
নাথ করি হে বিনয়,
আর বিলম্ব না সয়,
দুহিতা দৌহিত্রদ্বয়, কর ত্বরা আনয়ন।

১৪

রামকেলী সম্পূর্ণ—ত্রিতালী।

এই দেখ করি কৈলাসে গমন।
কেন গো আর বিষাদিত, হও প্রিয়ে প্রফুল্লিত,
কর সুসজ্জিত ত্বরায় নিকেতন।

মাঙ্গলিক দ্রব্য আহরণ কর, হ'লে আগমন মঙ্গলায়,
করিয়ে বরণ দম্পতীর,
করিব পুরে গ্রহণ।

(অমাত্যগণের প্রবেশ, গিরিরাজ তাহাদের প্রতি
সম্বোধন করতঃ)—

১৫

আলাহিয়া সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

অমাত্যগণ।

চলিনু কৈলাসে, উমা কৃত্তিবাসে, যাতে ত্বরা আসে,
আমার নিবাসে, করিতে তার বিধান।
তথা হ'তে ত্বরা হব প্রত্যাগত,
দুহিতা দৌহিত্র জামাতা সহিত,
হও তোমা সবে মহোৎসবে রত, নৃত্যগীতামোদে হ'য়ে নিমগন।
কদলীর তরু ঘটপূর্ণ বারি,
পান্থের দ্বিপার্শ্বে রাখ সারি সারি,
অগুরু-চন্দনে আসিক্ত করি, কর মার্গ গতরজঃ নিবারণ।
মম রাজ্যে আছে সৌধমালা যত,
করি সংস্কার কর সুসজ্জিত,
মাঙ্গলিক চিহ্ন করহ স্থাপিত, কর স-আহ্লাদে মঙ্গলাচরণ।
নবীন পল্লবে সুগন্ধি প্রসূনে,
বিচিত্র চিত্রিত পতাকা প্রদানে,
কর অলঙ্কৃত প্রত্যেক তোরণে, আর মম যত নিজ নিকেতন।

অমাত্যগণ সকলে সমস্বরে—

১৬

আলাহিয়া সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

তব অনুজ্ঞায় অগ্রে যত পৌরজন,
হ'য়ে আহ্লাদে মগন।
উমা আসিবেন কবে, প্রতীক্ষা করিয়ে সবে,
করিতেছে নানা মঙ্গলাচরণ।
মহোৎসবে মত্ত চিত সবাকার,
গুণানুকীর্ত্তনে রত হইয়াছে অম্বিকার,
দ্বেষ হিংসা করি সবে পরিহার,
ল'য়ে স্বীয় পুত্র মিত্র পরিবার,
যথাসাধ্য অনুসারে, নানা অনুষ্ঠান করে,
অর্চ্চিতে উমার যুগল চরণ।

[গিরিরাজের কৈলাসাভিমুখে প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সময়—অপরাহ্ন।

(কৈলাস-শিখরস্থ সুরম্য দেবদারু-উপবনমধ্যে বিল্ববৃক্ষমূলে শিলাতলে হর-পার্ব্বতী আসীন, পার্শ্বে গণপতি ও কার্ত্তিক ক্রীড়ায় মগ্ন।)

১৭

মুলতান সম্পূর্ণ—শ্লথ ত্রিতালী।

শঙ্কর। প্রেয়সি-বদন কেন মলিন।

এই ত আহ্লাদে আমোদে ছিলে, হ'লে কেন ম্রিয়মাণ।

সহসা করিলে কেন মনোভার,

বল বল বল শুনি বিবরণ;

আমি ত হেরি না কোন কারণ।

সকলি সহিতে পারি, মনোভার বড় ভারী,

করিতে না পারি সে ভার বহন।

পরিহর রোষ, ক্ষম দোষ,

কর অপরাধ মম মার্জ্জন;

করে ধরি রাখ প্রিয়ে বচন।

১৮

মুলতান সম্পূর্ণ—দ্রুত ত্রিতালী।

উমা। মাতৃবৎসলতা ভাব সহসা হ'য়ে উদিত।
করিলেক মম মন একবারে ব্যাকুলিত।
মম জননী যেমন,
না পেয়ে মম দর্শন,
করিতেছেন ক্রন্দন, হ'য়ে অতি উৎকণ্ঠিত।
হেরিবারে জননীরে,
যাইব জনকপুরে,
নাথ অনুমতি ক'রে কর হে চিরবাধিত।

১৯

মুলতান সম্পূর্ণ—দ্রুত ত্রিতালী।

শঙ্কর। নিদারুণ বাণী হেন পুনঃ বলিও না প্রিয়ে।
কেমনে ধরিব প্রাণ ওবদন না হেরিয়ে।
অন্তরের অন্তর
করা যাহারে দুষ্কর,
নাহি সে সাধ্য আমার, থাকি তাহারে ভুলিয়ে।

২০

ধানী-মুলতানী—কাওয়ালী।

উমা। বিনয়ে করি নাথ নিবেদন।
হ'য়ে সুপ্রসন্ন কর প্রার্থনা পূরণ।
জননী-সহিত, করিতে সাক্ষাত, ব্যাকুলিত চিত,
মাতৃস্নেহ হৃদয়ে করিয়ে স্মরণ;
আর মন মানে না বারণ।

মম মনসাধ প্রভু পূর্ণ কর,
ধরি তব দুই কর,
আর কি বলিব ওহে প্রাণেশ্বর,
যাব ত্বরা পিতৃনিকেতন।

২১

মুলতান সম্পূর্ণ—দ্রুত ত্রিতালী।

শঙ্কর। ব'ল না ব'ল না প্রিয়ে যাবে পিতৃনিকেতনে।
তোমারে কি পাঠাইতে পারি বিনা আবাহনে।
না শুনি মম বারণ,
গেলে দক্ষের ভবন,
ঘটালে যে বিঘটন, অদ্যাপি আছে তা মনে।
তাই ভেবে করি ভয়,
স্মরিলে হৃৎকম্প হয়,
একা তোমায় তথায়, পাঠাই বল কেমনে।

২২

শ্রীরাগ সম্পূর্ণ—আড়া।

উমা। সে কি নাথ, ও কথা বলিলে কেমনে।
এ বাক্য কি শোভা পায় তব বদনে।
কভু না হয় প্রত্যয়,
সম্ভ্রম হইবে লয়,
কন্যা গেলে পিত্রালয়, বিনা আমন্ত্রণে।
সে যা হউক, আমারে,
সমাগত লইবারে,
হ'বেন পিতা সত্বরে, এই লয় মনে।

তা হ'লে ত পাঠাবার,
না হেরি আপত্ত আর,
কর রোষ পরিহার, ধরি হে চরণে।

শঙ্কর বিষণ্নবদনে মৌনাবলম্বন, এবং উমা তাঁহার করদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক বিনীতভাবে—

২৩

কি দোষে দাসীরে নাথ বিরূপ হ'লে এমন।
প্রফুল্লতাশূন্য কেন হেরি মলিন বদন।

পিলু সম্পূর্ণ—খ্যামটা।

কেন বসিলে হে বিষণ্নবদনে।
কেন বহিছে অশ্রুধারা নয়নে।
ওহে প্রাণনাথ
চল মম সাথ,
ল'য়ে কার্ত্তিক গজাননে ;—
এই নিবেদন তোমার চরণে।

(অদূরে গিরিরাজের প্রবেশ, উমা পিতৃবাৎসল্যে বাষ্পাকুলিতলোচনে গিরিরাজ-সমীপে গমন, গিরিরাজ উমার শিরশ্চুম্বন করতঃ সস্নেহে ও সজলনেত্রে)—

২৪

পূরবী সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

গিরি। বল মা মঙ্গলা তব সর্ব্বাঙ্গীন-সুমঙ্গল।
জামাতা দৌহিত্রদ্বয় সকলে আছে ত ভাল।

তোমার তত্ত্ব লইতে,
না পারি সদা আসিতে,
দেখ এ বৃদ্ধ দেহেতে, শূন্য হইয়াছে বল।
তায় তব অদর্শনে,
বেঁচে মাত্র আছি প্রাণে,
আজি তব চন্দ্রাননে, হেরিয়ে আনন্দ হ'ল।

দূর হইতে গণপতি ও কার্ত্তিক গিরিরাজকে দর্শন করত:
দ্রুতবেগে তৎসমীপে সমাগত হইয়া
স্কন্ধবেষ্টন।

২৫

ধানশ্রী পুরিয়া সম্পূর্ণ—তেওট।

গিরি। তোমরা দুজনে ভ্রাতঃ আছ ত এখন ভাল,
শুনি তোমাদের সুমঙ্গল,
এই বৃদ্ধ দেহে আজি সম্পূর্ণ হইল বল।
[হস্তদ্বারা উভয়ের গাত্রাবমর্ষণ।

২৬

ধানশ্রী পুরিয়া সম্পূর্ণ—তেওট।

গণপতি। বহুদিন পরে আজি পেয়ে তব দরশন,
আনন্দে নিমগ্ন হ'ল মন,
কার্ত্তিক। বল বল মাতামহী মম আছেন কেমন।

২৭

পুরবী সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

উমা। ওই বৃক্ষমূলে পিতঃ করিয়ে উপবেশন।
সেবন করুন ক্ষণ স্নিগ্ধ সন্ধ্যা-সমীরণ।

পথশ্রমে হ'য়ে শ্রান্ত,
হ'য়েছ নিতান্ত ক্লান্ত,
ক্লেশ পেয়েছ অত্যন্ত, স্বেদে আসিক্ত বদন।
বিজয়া কর ব্যজন,
জয়া পাদ্য অর্ঘ আন,
পিতঃ পদপ্রক্ষালন, কর ত্বরায় এখন।

বৃক্ষমূলে গিরিরাজের উপবেশন, উমা অতিশয় ব্যগ্র হইয়া—

২৮

গৌরী সম্পূর্ণ—আড়া।

বল বল বল পিতঃ শুনিতে ব্যাকুল মন।
নাহি পাই সমাচার মা মম আছেন কেমন।
মম বাল্য-সখি-দলে,
সবে আছে ত কুশলে,
প্রতিবাসিনী সকলে, আছে বল কে কেমন।

২৯

সুরট সম্পূর্ণ—একতালা।

গিরি। আর সুধাও কি মা সমাচার।
তব অদর্শনে, রাণী অনশনে, হ'য়েছে কঙ্কালসার।
কোথা উমাধন বলে অনুক্ষণ,
অশ্রুবারি করিতেছে বরিষণ;
করে না শ্রবণ প্রবোধবচন, সান্ত্বনা না মানে আর।
পাগলিনীপ্রায় ভ্রমিয়ে বেড়ায়,
যার দেখা পায় তাহারে সুধায়,
দেখেছ কি কেহ আমার উমায়, ব'লে করে হাহাকার।

দক্ষ-যজ্ঞান্তক, সাধক-তারক, কর বিভু কৃপাদান।
ত্যজি রোষ আশুতোষ, হ'য়ে মোরে সন্তোষ,
মনোঽভীষ্ট কর পূরণ।

গিরির স্তবে শঙ্কর সন্তুষ্ট হইয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ স্নেহবচনে—

৩৩

কেদারী সম্পূর্ণ—একতালা।

ওহে গিরি নৃপবর করহ উপবেশন।
আজি তব স্তবে তুষ্ট হইয়াছে মম মন।
হ'য়ে তুমি অগ্রসর,
যাও হে গৃহে সত্বর,
শাশুড়ী না কি কাতর, করেন সদা ক্রন্দন।
সান্ত্বনা কর গে তাঁরে,
পরশ্ব ষষ্ঠী-বাসরে,
পাঠাব আমি উমারে, সহ গুহ গজানন।

শঙ্করের আশ্বাসবাক্যে গিরিরাজ আহ্লাদিত হইয়া হিমালয়াভিমুখে প্রস্থানোদ্যত এবং সম্মুখে উমাকে দর্শন করতঃ—

৩৪

কমোদ সম্পূর্ণ—খেম্‌টা।

তবে যেও মা শঙ্করি মম ভবনে।
তুষিয়াছি আশুতোষে যতনে।
সম্মত হ'লেন তিনি পাঠাবারে, গুহ লম্বোদর সহিত তোমারে,
হইয়ে অগ্রগামী, চলিলাম মা আমি,
রাণীরে সম্বাদ-দানে।

[গিরিরাজের হিমালয়াভিমুখে প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সময়—প্রভাত।

(কৈলাসশিখরে শঙ্কর ও উমা একাসনে আসীন।)

৩৫

ভৈরবী সম্পূর্ণ—একতালা।

উমা। প্রাণেশ্বর আজ্ঞা কর যাইব পিত্রালয়।
বড় বিচলিত, হইয়াছে চিত,
ক্ষণ ধৈর্য্য নাহি হয়।
পিতার সম্মুখে হ'লে প্রতিশ্রুত,
ষষ্ঠীতে আমারে পাঠাবে নিশ্চিত,
সে ষষ্ঠী ত আজি হ'ল সমাগত, আর বিলম্ব না সয়।
জননী আমার আছেন যে দুখে,
শুনেছ ত সব জনকের মুখে,
তাইতে বাসনা ত্বরা তাঁরে দেখে, জুড়াই তপ্ত হৃদয়।

৩৬

ভৈরবী সম্পূর্ণ—আড়া।

শঙ্কর। যদি একান্ত যাইতে প্রিয়ে করে'ছ মনন।
ত্বরা হ'ও প্রত্যাগত, বিলম্ব ক'র না প্রাণ।

(উমার পুরমধ্যে প্রবেশ এবং সামান্য বেশে সজ্জিত হইয়া কার্ত্তিক, গণেশ, জয়া বিজয়াসহ গিরিপুরে গমন উদ্যোগ; তদ্দর্শনে শঙ্কর ঈষৎ হাস্য বদনে।)

৪১

আলাহিয়া সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

প্রিয়ে! এ সামান্য বেশে ক'র না গমন,
করিতেছি নিবারণ।
গিরি-নৃপতির পুরে, আমি কি সুধু তোমারে,
কেবল করিতেছি আজি প্রেরণ।
ত্রিসংসারে অবিদিত কি তোমার,
সবিস্তারে জ্ঞাত আছ, রাবণের অত্যাচার;
সবংশে করিতে তাহার সংহার,
পদ্মযোনি করেন পূজা তোমার,
শ্রীরামে হ'য়ে প্রসন্ন, কর তাঁর বাঞ্ছা পূর্ণ,
কর কর সত্বর গো সীতার উদ্ধার সাধন।

৪২

খট সম্পূর্ণ—যৎ।

উমা। নাথ, আমি ত সকলি জানি।
সৃষ্টিস্থিতি লয়, যাঁর ইচ্ছায় হয়, পূর্ণব্রহ্মময়,
রাম রঘুমণি।
সর্ব্বশক্তিমান্ যিনি সর্ব্বস্থলে,
যিনি ব্যাপ্ত স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে,
সর্ব্ববিৎ বলি যাঁরে সবে বলে,
ত্রিভুবনে যাঁর জয়ধ্বনি শুনি।

যাঁর আজ্ঞা শিরে করিয়ে গ্রহণ,
অলঙ্ঘ্য সাগর লইল বন্ধন,
যাঁর পদ-রজ করিয়ে স্পর্শন,
মানবীত্ব লাভ করিল পাষাণী।
তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী করি যাঁর স্তব,
যাঁর ধ্যানে রত বিরিঞ্চি-বাসব,
তাঁরে মম অনুগ্রহ কি সম্ভব,
কেন হেন বল অসম্ভব বাণী।

৪৩

আলাহিয়া সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

শঙ্কর। তব অসীম অনন্ত মহিমা অপার,
বুঝে হেন সাধ্য কার।
জগতে যা অসম্ভব, সব তোমাতে সম্ভব,
মহাদেবি, কর মহিমা বিস্তার।
দুষ্ট দশাননে করিতে শাসন,
মহিষ-মর্দ্দিনী রূপ কর সত্বর ধারণ,
দেখ স্তুতি করে তব দেবগণ,
আর ব্রহ্মা করিতেছেন বোধন,
ওই দেখ ঘরে ঘরে, সবে মিলি সমস্বরে,
উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে গো জয় তোমার।

(উমার পুরমধ্যে পুনঃপ্রবেশ এবং
জয়া বিজয়ার প্রতি।)

৪৪

বিভাস খাড়ব—মধ্য ত্রিতালী।

দেগো জয়া বিজয়া মোরে সাজায়ে।
যেতে হবে মর্ত্ত্যলোকে আজি কৈলাস ত্যজিয়ে।

আনি নানা অলঙ্কার,
মোরে অলঙ্কৃত কর,
ভালে দেগো শশধর, জটাজূট দে বান্ধিয়ে।
যা গো তোরা দ্রুতগতি,
আন লক্ষ্মী-সরস্বতী,
কার্ত্তিকেয় গণপতি, যাইব সঙ্গে লইয়ে।
আন ত্বরায় কেশরী,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ধরি,
তায় আরোহণ করি, মহিষ-মর্দ্দিনী হ'য়ে।

উমা দক্ষিণ-পদ সিংহপৃষ্ঠে ও বাম-পদাঙ্গুষ্ঠ মহিষাসুরের স্কন্ধোপরি স্থাপনপূর্ব্বক, মহিষ-মর্দ্দিনী রূপ ধারণ এবং লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণপতি, জয়া ও বিজয়া সহিত মর্ত্ত্যে আগমন জন্য উদ্যোগ; তদ্দর্শনে শঙ্করের সকরুণে স্তব।

৪৫

বাঙ্গালি সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

জয়দেবি জগদম্বে জগন্নাথ-স্বরূপিণী।
সাবিত্রী সর্ব্বমঙ্গলা সিদ্ধবিদ্যা সনাতনী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমাকারা,
দশভুজা দুখহরা,
ত্রিপুরা-সুন্দরী তারা, সুভগা শুম্ভ-ঘাতিনী।
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করি,
শক্তিরূপা শাকম্ভরী,
জয় রাজরাজেশ্বরী, জয় মহিষমর্দ্দিনী।

শ্রীরামে হ'য়ে সদয়,
দেহি রণস্থলে জয়,
রক্ষঃকুল কর ক্ষয়, দুর্গে দুর্গতি-নাশিনী।

(মহিষমর্দ্দিনীর মর্ত্ত্যে প্রস্থান; পথিমধ্যে জয়া বিজয়ার সহিত কথোপকথন।)

৪৬

বারঞা সম্পূর্ণ—ঠুংরী।

উমা। বল গো জয়া বিজয়া অগ্রে যাই কোন্ স্থানে।
করহ সংশয় দূর ত্বরা সুযুক্তি - প্রদানে।
বাড়াতে আমার মান,
ব্রহ্মা করেন বোধন,
অধিবাস আমন্ত্রণ, নিধনার্থে দশাননে।
সেথা মাতা গিরিপুরে,
নাহি হেরিয়ে আমারে,
"হা হতোঽস্মি" শব্দ করে, অশ্রুবারি বরিষণে।

৪৭

পিলু সম্পূর্ণ—খ্যাম্টা।

জয়া। কে জানে মা, তব তত্ত্ব ত্রিলোক-জননী তারা।
দনুজ-দলনী দুর্গা, দুর্গমে দুর্গতি - হরা।
দাসীদের কিবা শক্তি,
শক্তিরূপায় দিবে যুক্তি,
হেন অসঙ্গত উক্তি, ক'র না মা হর-দারা।

বিজয়া। তবে মোরা এই জানি,
যেমন তব গিরিরাণী,
তেম্নি ভক্ত পদ্মযোনী, ভেবে দেখ পরাৎপরা।
তব কি অগ্র পশ্চাত,
তুমি ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত,
কর মা যাহা বিহিত, শুভঙ্করী শূলধরা।

(পার্শ্ব হইতে বৈতালিকের সন্ধ্যাসূচক সঙ্গীত।)

৪৮

আশাগৌরী সম্পূর্ণ—আড়া।

হেরি দিবা অবসান।
করহীন প্রভাকর করিল প্রস্থান।
দেখি দুঃখে কমলিনী, হইয়ে মলিন;
খেদে মুদিল নয়ন;
কুমুদিনী দ্রুত, হ'ল বিকসিত,
হেরি শশী তাঁর চুম্বে বয়ান।
প্রফুল্ল নানা প্রসূন, তাহে মধুপান;
করিছে মধুপগণ;
বসে সারি সারি, গায় শুক শারী,
পিকে পঞ্চমস্বরে ধরে তান।
শুনি দুখানলে জ্বলে, বিরহিণী-দলে;
আর ভাসে অশ্রুজলে;
বিচ্ছেদে ব্যথিত, সকলের চিত,
তায় স্মর-শরে বিদ্ধ হ'ল প্রাণ।

এলো সন্ধ্যারাগ হর্ষে, খগোল রঞ্জিতে ;
উড়ুগণের সহিতে ;
রজনী সুন্দরী, তমঃ-বস্ত্র পরি,
ক্রমশঃ আইল ত্যজি অভিমান।
ভাবি উমা-আগমন, ধরাবাসীগণ,
সবে আহ্লাদে মগন ;
সমস্বরে কয়, "শিব-দুর্গা জয়!"
করিয়ে ষষ্ঠ্যাদি কল্প অনুষ্ঠান।

৪৯

গৌরী সম্পূর্ণ—আড়া।

জয়া। ক্রমশঃ তমসী নিশা করিতেছে আগমন।
পথশ্রমে শ্রান্ত দেহ চলিতে বাধে চরণ।

বিজয়া থাকি মা এস সকলে,
আজি এই বিল্বমূলে,
ক'রো কল্য প্রাতঃকালে, মর্ত্ত্যলোকেতে গমন।

মহিষমর্দ্দিনী উমার লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণপতি, জয়া ও বিজয়া সহ বিল্বমূলে রাত্রিযাপন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সময় প্রভাত —তিথি সপ্তমী। গিরিরাজার রাজ্যের প্রান্তভাগ।

(বত্ম মধ্যে কার্ত্তিক, গণপতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জয়া ও বিজয়ার সহিত মহিষমর্দ্দিনী দশভুজা উমার আগমন ; বীণাস্বরসংযোগে গীত গাইতে গাইতে নারদের প্রবেশ।)

৫০

ভৈরব সম্পূর্ণ—চৌতাল।

শিবে সর্ব্বাণী শিখরবাসিনী শুম্ভঘাতিনী শূলধরা।
ত্রিপুরাসুন্দরী ভুবনেশ্বরী দেবী দিগম্বরী,
গিরিজা গৌরী ভবভয়হরা।
দানব-দৈত্য-দলনকারিণী, দক্ষযজ্ঞনাশিনী,
মোক্ষমুক্তিদাত্রী হরদারা।
মা কৃপাদানে এ ক্রিয়াহীনে, যেন অন্তে ভবে ত্রাণে
হয়না কৃপণ তারা।

নারদ মুদ্রিতনয়নে করযোড়ে গললগ্নবাসে—

৫১

ভৈরবী সম্পূর্ণ—একতালা।

সম্বর শঙ্করি তব ভয়ঙ্করা মূর্ত্তিখানি।
ক্ষান্ত হ মা ক্ষেমঙ্করি কেন ডুবাবি মেদিনী।

তোমার এ বেশ দেখে,
কাঁপে বিশ্ব থেকে থেকে,
হেন কি সাজে অম্বিকে, তায় যে বিশ্বজননী।
বল মা যাবি কি ক'রে,
এ সাজে মাতৃ-আগারে,
অপত্য-স্নেহে যে তোরে, সদা ভাবে গিরিরাণী।
এ আকার পরিহরি,
স্নিগ্ধ শান্ত রূপ ধরি,
গিরিপুরে ত্বরা করি, চল চল গো ঈশানি।
তবে গো মা মহামায়া,
ব্রহ্মারে করিয়ে দয়া,
দিবে যখন পদ-ছায়া, হ'ও মহিষমর্দ্দিনী।

নারদের বাক্যে উমা লজ্জিতা হইয়া, মহিষমর্দ্দিনীবেশ পরিত্যাগ করত: কেশরীর পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক কার্ত্তিক, গণপতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জয়া ও বিজয়ার সহিত গিরিপুরাভি-মুখে গমন এবং নারদের প্রস্থান।

(উমার সহিত জয়া ও বিজয়ার কথোপকথন।)

৫২

আলাহিয়া সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

জয়া। ওমা উমা কর কর ওই দরশন,
হেরি তব আগমন।
নাচে ধরাবাসী সব, উঠেছে আনন্দরব,
প্রতি ঘরে বাজে অই মঙ্গল বাজন।

বিজয়া। ক্লেশলেশ না হেরি আর কাহার,
শত্রু মিত্র পরস্পরে করে সখ্য ব্যবহার,
উৎসবে উৎসুক চিত সবাকার,
গাইছে মঙ্গল গীত মা তোমার,
"জয় দুর্গা দুর্গা" বলি, দিয়ে সবে করতালি,
করে নানা অনুষ্ঠান পূজিতে তব চরণ।

৫৩

ভৈরবী সম্পূর্ণ—আড়া।

উমা। সখি ওই দেখা যায় বুঝি জনক-আলয়।
সম্মুখে ত পুরদ্বার বড় দূর নয়।
প্রাণ ব্যাকুল না হেরে,
বহুদিন জননীরে,
চল চল ত্বরা করে, বিলম্ব না সয়।
গিরিরাজের পুরদ্বারে উমা উপস্থিত।

(দূর হইতে গিরিরাজ উমাকে দর্শন করিয়া দ্রুতবেগে রাণীকে
সম্বাদ দিবার জন্য পুরমধ্যে প্রবেশ।)

৫৪

আলাহিয়া সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

রাণি দ্বারে তব দাঁড়াইয়ে উমা ধন,
সহ গুহ গজানন।
আর লক্ষ্মী সরস্বতী, জয়া বিজয়া প্রভৃতি,
করিয়াছে শঙ্করীর সঙ্গে আগমন।

আয় গো ত্বরায় কেন গৃহে আর,
মঙ্গলাচরণ কর আসি সর্ব্ব-মঙ্গলার,
আজি কি সৌভাগ্য গো রাণি তোমার,
বহিছে আনন্দ - স্রোত-পারাবার,
ডাক সব পুরনারী, উমায় বরণ করি,
পুরে লোক ত্বরা করি, করি জয় উচ্চারণ।

এতচ্ছ্রবণে গিরিরাণী অত্যন্ত আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া আলুলায়িত-কেশে পৌরজনের প্রতি সম্বোধন করত:—

৫৫

রামকেলী সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

কোথা গেলি তোরা ওগো পুরবাসিগণ।
শুনিনু অদূরে মম মঙ্গলার আগমন।
আইল শুভ সময়,
করিও না কালক্ষয়,
আর বিলম্ব না সয়, কর মঙ্গলাচরণ।
বরণের ডালা ল'য়ে,
আয় তোরা ত্বরা হ'য়ে,
দ্বারে রহিবে দাঁড়ায়ে, আর উমা কতক্ষণ।

বরণডালাসহ পৌরনারীগণ গিরি-রাণীর সমভিব্যাহারে পুরদ্বারে উপস্থিত হওত পুনঃ পুনঃ শঙ্খনাদ ও উলুধ্বনি এবং উমাকে বরণপূর্ব্বক পুরমধ্যে গ্রহণ।

(অদূরে নাগরিকগণের পরস্পরে কথোপকথন।)

৫৬

বিভাস খাড়ব—কাওয়ালী।

প্রথম। দেখ না চাহিয়ে ভ্রাতঃ গৌরী আইল আগারে।
নাশিয়ে অশুভ শুভ হ'ল হেরিয়ে শিবারে।

অলকা নাহিক ভালে মুক্তাহার না পর গলে,
কুসুম-মুঞ্জরী আজ কেন বেণীতে বিহীন।
দেখে দুখে মরি, বুঝতে নারি, মহেশ্বরীর, দুখ এমন।
তাই মা মনে, সাজাই যতনে
তোমা ধনে ;—
মনের মতন।

৬০

ভৈরবী সম্পূর্ণ—মধ্যমানের ঠেকা।

গিরিরাজ। রাণি উমা কি তোর একায়ত্ত্ব ধন।
আর কোলে ল'য়ে কাল কাটাইবি কতক্ষণ।
দে গো ক্ষণেকের তরে,
আমার ক্রোড়ে উমারে,
ল'য়ে আনন্দময়ীরে, যুড়াই তাপিত মন।
উমার মধুর ভাষা,
শ্রবণে একান্ত আশা,
পূরাও চিরপিপাসা, প্রিয়ে হ'ও না কৃপণ।
গিরিরাজ উমাকে ক্রোড়ে লইয়া
আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন।

(পুরদ্বারে বন্দিগণ-কর্ত্তৃক স্তুতিপাঠ।)

৬১

বিভাস-খাড়ব—কাওয়ালী।

প্রথম বন্দী। আজি কি আনন্দ দেখ আনন্দময়ী আইল।
সর্ব্বত্র আনন্দময় নিরানন্দ দূরে গেল।

আনন্দময়ীরে পেয়ে,
গিরিরাণী ক্রোড়ে ল'য়ে,
নানা বাক্য আলাপিয়ে, ভাষে মঙ্গলামঙ্গল।

দ্বিতীয় বন্দী। মায়ে ঝিয়ে পরস্পরে,
দেখা বহু দিনান্তরে,
স্নেহ-আলিঙ্গন পরে, আনন্দাশ্রুতে ভাসিল।

তৃতীয় বন্দী। যত ধরাবাসীগণে,
আনন্দে প্রফুল্ল মনে,
আনন্দময়ীরে যত্নে, আরাধনে রত হ'ল।

দ্বিতীয় বন্দী। আনন্দে হ'য়ে নিমগ্ন,
আনন্দময়ীর গুণ,
গায়কে করে কীর্ত্তন, শব্দে ভারত ভরিল।

প্রথম বন্দী। উথলি আনন্দ-স্রোত,
ভারত হ'ল প্লাবিত,
সবে হ'য়ে উৎসাহিত, আনন্দোৎসবে মাতিল।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সময় প্রভাত—লঙ্কাপুরের মধ্যে সেতুবন্ধসন্নিধ শ্রীরামচন্দ্রের শিবিরের একপার্শ্ব।

(অষ্টনায়িকাবেষ্টিতা মহিষমর্দ্দিনী দশভুজা দুর্গার অধিষ্ঠান, করযোড়ে দেবতাগণ, বিভীষণ এবং সুগ্রীবাদি কপি-কুল দণ্ডায়মান, অদূরে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ উপবিষ্ট, দেবীর সম্মুখে ষোড়শোপচারে পূজার অনুষ্ঠান সুসজ্জিত, ব্রহ্মা কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া মুদ্রিতনয়নে ধ্যান।)—

জটাজুটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং॥
সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাং।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং॥
মৃণালায়তসংস্পর্শদশবাহুসমন্বিতাং।
ত্রিশূলং দক্ষিণে পাণৌ খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ॥
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেবচ॥

ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ॥
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনং।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতং॥
রক্তরক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণং।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটীভীষণাননং॥
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যা সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতং।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাং।
প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকামফলপ্রদাং॥
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা॥
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা।
আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাং॥
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাং॥

ঘণ্টাবাদন করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে

স্তবপাঠ—

ওঁ দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াং।
সর্ব্বলোকপ্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদাশিবাং॥
মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিষ্কলাং পরমাং কলাং।
বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহং॥

সর্ব্বশক্তিময়ীং দেবীং সর্ব্বরোগভয়াপহাং।
ব্রহ্মেশবিষ্ণুনমিতাং প্রণমামি সদা উমাং॥
বিশ্বস্থাং বিশ্বনিলয়াং দিব্যস্থাননিবাসিনীং।
যোগিনীং যোগজননীং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহং॥
ঈশানমাতরংদেবীমীশ্বরীমীশ্বরপ্রিয়াং।
প্রণমামি সদা দুর্গাং সংসারার্ণবতারিণীং॥

অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।

৬২

বিভাস খাড়ব—কাওয়ালী।

দুর্গা। বল বল পদ্মযোনি সাধিতে কি প্রয়োজন।
করিছ আমার পূজা অকালে করি বোধন।
দেবতাগণের হিত,
সাধা মম চিরব্রত,
তবে কেন ত্রাসযুক্ত আজি হেরি তব মন।
অইত সম্মুখে তব,
বিপদহারী রাঘব,
পলাবে বিপদ সব, স্মর উহার চরণ।

৬৩

সুরঠ সম্পূর্ণ—একতালা।

ব্রহ্মা। মাতঃ কি আছে তব অজ্ঞাত।
ক্রূর দশানন, করে প্রপীড়ন, দেবগণে সহে কত।
তব বলে বলীয়ান্ সে দুর্জ্জয়,
তব পদাশ্রয়ে পাইয়ে প্রশ্রয়,
দুষ্ট দুরাশয় হইয়ে নির্ভয়, যথেচ্ছাচারেতে রত।

বাড়িতেছে ক্রমে তার অত্যাচার,
অদ্যাপি হ'লনা কিছু প্রতিকার,
তিষ্ঠে থাকা ভার হ'ল মো সবার, ভয়েতে ত্রিলোক ভীত।
কি কব অধিক দেখ আচরণ,
লক্ষ্মীরূপা সীতা করিয়ে হরণ,
পূর্ণব্রহ্ম রাম সহ করে রণ, তবু নহে সঙ্কুচিত।
রক্ষঃকুল প্রায় হইয়াছে ক্ষয়,
তবু দুরাত্মার নহে জ্ঞানোদয়,
তোমার কৃপায় পাপী রক্ষা পায়, তাইতে আছে জীবিত।
অতএব করি এই নিবেদন,
রামে অনুগ্রহ করি প্রদর্শন,
লঙ্কেশ-বধে কর অনুমোদন, তব পদে এই প্রার্থিত।

৬৪

ভৈরবী সম্পূর্ণ—একতালা।

দুর্গা। শুন শুন চতুরানন পূর্ব্ব বিবরণ।
রামরূপ ধরি, জন্মিলেন হরি, নিধনার্থে দশানন।
বৈকুণ্ঠে ছিল জয় আর বিজয়,
শ্রীহরির দ্বারে দ্বারবানদ্বয়,
ভাগ্যদোষে তারা অভিশপ্ত হয়, হ'তে ঋষি চারিজন।
দ্বারিরা কাতরে করে স্তুতি কত,
শ্রীহরি আশ্বাসি হন প্রতিশ্রুত,
তিন জন্ম পরে করিবেন মুক্ত, স্বকরে ভববন্ধন।

সত্যে দিতিগর্ভে তারা জন্ম লয়,
অগ্রজের আখ্যা হিরণ্যাক্ষ হয়,
হিরণ্যকশিপু কনিষ্ঠেরে কয়, দুর্জ্জয় হ'ল দুজন।
হিরণ্যাক্ষ দৈত্যে বরাহ-আকারে
হিরণ্যকশিপে নৃসিংহাবতারে,
দুষ্ট ভ্রাতৃদ্বয়ে আপনার করে, নাশিলেন নারায়ণ।
এখন নিকষা-গর্ভে তারা জাত,
কুম্ভকর্ণ দশানন নাম খ্যাত,
শ্রীরামের বধ্য জে'ন সুনিশ্চিত, হয় ওরা দুইজন।
দ্বাপরে ওরাই হবে কেশীকংশ,
ও দুই ভ্রাতায় করিবারে ধ্বংস,
রামকৃষ্ণরূপে হ'য়ে দুই অংশ, জন্মিবেন জনার্দ্দন।

৭৫

রাগিণী বাহার সম্পূর্ণ—তাল আড়া।

ব্রহ্মা। জানি জানি গো জননী যত বার্ত্তা পুরাতন।
কেবল তোমার বলে প্রাণ পায় দশানন।
নতুবা কি দুষ্ট এত
কাল রহিত জীবিত,
শ্রীরামের করে হ'ত শাসিত সেই দুর্জ্জন।
অতএব যোড়করে,
জানাই তব গোচরে,
ত্যজি তুমি দুরাত্মারে, রক্ষা কর দেবগণ।

৬৬

রাগিণী বাহার সম্পূর্ণ—তাল আড়া।

দুর্গা। যা বলিলে পদ্মযোনি আর ব'লো না এমন।
বিনা দোষে দশাননে কেমনে করি বর্জ্জন।
প্রিয় ভক্ত লঙ্কেশ্বর,
আমি অবলম্ব্য তার,
ভক্তে করে পরিহার, কে আছে কোথা এমন।
ভক্তিযোগে যে আমারে
একাগ্রেতে পূজা করে,
কেমনে ত্যজিতে তারে, বল হে চতুরানন।

৬৭

রাগিণী বাহার সম্পূর্ণ—তাল আড়া।

ব্রহ্মা। আজি কেন দয়াময়ি দাসে হ'লি গো নির্দ্দয়।
দাক্ষায়ণি দেবগণে চরণে দাও আশ্রয়।
করি এই নিবেদন,
হ'য়ে মাতঃ সুপ্রসন্ন,
হ'তে দুষ্ট দশানন, অভয়ে দেহি অভয়।
দক্ষ-যজ্ঞ-বিনাশিনী,
দৈত্য-দানব-দলনী,
শুভগা শুম্ভঘাতিনী, শত্রুকুল কর ক্ষয়।

(দেবগণের সমস্বরে স্তব।)

৬৮

সিন্ধু মল্লার—দ্রুত ত্রিতালী।

মহামায়া মহেশ্বরী ওমা মহিষমর্দ্দিনী।
দোষ কর না মার্জ্জনা দশভুজা দাক্ষায়ণী।
কৃপা কর গো কালিকা,
শিবা সর্ব্বার্থ-সাধিকা,
চামুণ্ডা চণ্ডনায়িকা, চিদানন্দ-স্বরূপিণী।
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী,
তীব্রা ত্রিপুরা সুন্দরী,
বিশালাক্ষী বাগীশ্বরী, বৈষ্ণবী বিন্ধ্যবাসিনী।
যোগেশ্বরী যোগমায়া,
পর্ব্বত-রাজ-তনয়া,
দেহি দেবী পদচ্ছায়া, দুর্গে দুর্গতিনাশিনী।
নিবেদি গো হরদারা,
ত্যজি লঙ্কেশ্বরে তারা,
রক্ষা কর মা ত্রিপুরা, নারসিংহী নারায়ণী।

৬৯

সিন্ধু সম্পূর্ণ—মধ্য ত্রিতালী।

বিভীষণ। ডাকে কাতর কিঙ্করে করুণা কর না তারা।
পড়িয়ে ঘোর সঙ্কটে হ'য়েছি মা জ্ঞান-হারা।
মহামায়া ...কেশ,
ত্বরা রক্ষা কর আসি,

বিপদ-সাগরে ভাসি, ভয় হর হর-দারা।
শরণা পদ্মের প্রতি,
কৃপা কর ভগবতী,
কি জানি মা তব স্তুতি, দিগম্বরী দুখহরা।

৭০

সিন্ধু সম্পূর্ণ—শ্লথ ত্রিতালী।

সুগ্রীব। এ বিপদে রাখ পদে ওগো বিপদনাশিনী।
কে জানে মা তব তত্ত্ব তুমি ত্রিলোকতারিণী।
করযোড়ে নিবেদন,
করি মা কর শ্রবণ,
শত্রুকুল বিমর্দ্দন, কর মহিষ-মর্দ্দিনী।

[সকল কপিগণ সমস্বরে] সহিতে না পারি আর,
লঙ্কেশের অত্যাচার,
হইয়াছে দুর্নিবার, নিবার গো নারায়ণী।
তুমি না হ'লে সদয়,
সকলি বিফল হয়,
দুরাত্মা দুষ্টের ভয়, হর হেরম্ব-জননী।
কেবল তব কৃপায়,
এখন সে রক্ষা পায়,
দুর্জ্জনে ত্যজ ত্বরায়, অভয়ে ভয়হারিণী।

(দেবী একান্ত সুপ্রসন্না না হওয়ায় তদ্দর্শনে সখেদে
শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মার প্রতি)—

৭১

সিন্ধু সম্পূর্ণ—মধ্য ত্রিতালী।

কিসে হয় রণে জয় বল বল পদ্মযোনি।
সুপ্রসন্না না হলেন যদি হেরম্ব-জননী।
সপ্তমী অষ্টমী গত,
সন্ধিক্ষণ তো অতীত,
অর্চ্চিলে ত বিধিমত, মহিষাসুর-মর্দ্দিনী।
তবু দেবী নহে তুষ্ট,
মম ইষ্টে নাহি দৃষ্ট,
আরো কি আমারে কষ্ট দিতে চাহেন ঈশানী।
বুঝি সীতার উদ্ধার,
দুঃসাধ্য হলো আমার,
ক্লেশমাত্র হলো সার, উপায় কি বল শুনি।

৭২

সিন্ধু সম্পূর্ণ—মধ্য ত্রিতালী।

ব্রহ্মা। ধৈর্য্য ধর হে রাঘব হ'ওনা এত চিন্তিত।
হইবেন সুপ্রসন্ন প্রসন্ন-ময়ী নিশ্চিত।
হও ভবেশ নির্ভয়,
সংগ্রামে হইবে জয়,

শত্রুকুল হবে ক্ষয়, হ'ওনা হ'ওনা ভীত।
অদ্য নবমী বাসরে,
জানাইও অম্বিকারে,
অতীব যতন করে, নিজ মন দুখ যত।
শুনিলে তব স্তবন,
অবশ্য তুষ্ট হবেন,
বাঞ্ছা করিতে পূরণ, দেবী না হবে কুণ্ঠিত।

শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে দেবীর সম্মুখে
উপস্থিত হইয়া করযোড়ে,
বর প্রার্থনা।

ওঁ আয়ুর্দেহি যশোদেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥
ওঁ ভগবতি ভয়চ্ছেদে ভব ভাবিনি কামদা।
শঙ্করি কৌশিকি ত্বং হি কাত্যায়নি নমোহস্তুতে॥
ওঁ রুদ্রচণ্ডে প্রচণ্ডে ত্বং প্রচণ্ডবলনাশিনী।
রক্ষমাং সর্ব্বতো দেবি বিশ্বেশ্বরি নমোহস্তুতে॥
ওঁ দুর্গোত্তারিণি দুর্গে ত্বং সর্ব্বাশুভনিবারিণী।
ধর্ম্মার্থমোক্ষদে দেবী নিত্যং মে বরদা ভব॥
ওঁ দুর্গে দুর্গে মহাভাগে ত্রাহি মাং শঙ্করপ্রিয়ে।
মহিষাসুর মর্দোদ্যন্তে প্রণতোস্মি প্রসীদ মে॥
ওঁ হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাশুভং।
হর রোগং হর ক্ষোভং হর মারং হরপ্রিয়ে॥

ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণি।
ধর্ম্মার্থমোক্ষদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
ওঁ সংগ্রামে বিজয়ং দেহি ধনং দেহি সদাগৃহে।
ধর্ম্মকামার্থসম্পত্তিং দেহি দেবি নমোঽস্তুতে॥
ওঁ মহিষঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনী।
আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি নমোঽস্তুতে॥
ওঁ আয়ুর্দ্দদাতু মে কালী পুত্ত্রান্ দেহি সদাশিবে।
ধনং দেহি মহামায়ে নারসিংহি যশো মম॥
ওঁ শিরোমে চণ্ডিকা পাতু কণ্ঠং পাতু মহেশ্বরী।
হৃদয়ং পাতু চামুণ্ডা সর্ব্বতঃ পাতু কালিকা॥
আন্ধ্যং কুষ্ঠঞ্চ দারিদ্র্যং রোগং শোকঞ্চ দারুণং।
বন্ধু-স্বজন-বৈরাগ্যং দুর্গমে হর দুর্গতিং॥
ওঁ রাজ্যং তস্য প্রতিষ্ঠাচ লক্ষ্মীস্তস্য সদা স্থিরা।
প্রভুত্বঞ্চৈব সামর্থ্যং যস্য ত্বং মস্তকোপরি॥
ওঁ ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম।
আগতাসি যতো দুর্গে মহেশ্বরি মদাশ্রমং॥
ওঁ অর্ঘ্যং পুষ্পঞ্চ নৈবেদ্যং মালং মলয়বাসিনি।
গৃহাণ বরদে দেবি কল্যাণং কুরু মে সদা॥
ওঁ কৃতা পূজা ময়া ভক্ত্যা নবদুর্গে সুরার্চ্চিতে।
ভুক্ত্বা ভোগং বরং দত্ত্বা কুরু ক্রীড়াং যথাসুখং॥

৭৩

সিন্ধু সম্পূর্ণ—খথ ত্রিতালী।

দুর্গা। আজি কেন এত ভ্রান্ত হেরি রাজীব-লোচন।
পূজ্যে পূজকেরে পূজে বল এ বিধি কেমন।

বুঝেছি বিভু এবার,
অকালে পূজা আমার,
মর্ত্ত্যে করিতে প্রচার, করেছ বুঝি মনন।
নতুবা যার ইচ্ছায়,
সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়,
সে চাহে মম আশ্রয়, একি আত্ম বিস্মরণ।
প্রভু তব দত্ত বল,
মাত্র আমার সম্বল,
সেই বলে করি বল শাসিতে, দুষ্ট দুর্জ্জন
লঙ্কেশ আমার বলে,
বলী বলিয়ে কে বলে ?
আপনার কর্ম্মফলে, এখন সে পায় প্রাণ।
আমি চলিলাম আজি,
সেই দুরাত্মারে ত্যজি,
সংগ্রামে চলহে সাজি, হইয়াছে শুভক্ষণ।
পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত স্মর,
তব ভক্ত লঙ্কেশ্বর,
স্বকরে দাসের কর, বিমুক্ত ভববন্ধন।

হঠাৎ রাবণের মৃত্যুবাণসহ হনুমানের প্রবেশ, ও শ্রীরামচন্দ্রের অগ্রে তাহা উপঢৌকন প্রদান, ব্রহ্মা ঐ বাণ স্বকরে গ্রহণ করত দেবীর পাদপদ্মে স্পর্শ করাইয়া শ্রীরামচন্দ্রের করে অর্পণ। ঐ বাণ লইয়া স্বীয় সৈন্যগণসহ রাবণনিধনার্থে শ্রীরামের সংগ্রামে যাত্রা ও রাবণ বধ।

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তিথি বিজয়া দশমী—লঙ্কাপুর মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের সভা।

(শ্রীরামচন্দ্রের সীতাসহ সিংহাসনোপরি আসীন,
পার্শ্বে লক্ষ্মণের ছত্র ধারণ ও বিভীষণের চামর ব্যজন,
সম্মুখে হনুমান ও সুগ্রীবের করযোড়ে অবস্থিতি,
দুই পার্শ্বে অঙ্গদ, নল, নীল, জাম্বুবান প্রভৃতি
মুখ্য কপিগণ স্ব স্ব সৈন্যাদিসহ শ্রেণীবদ্ধ
হইয়া দণ্ডায়মান, সকলে বিজয়োৎ-
সবে উন্মত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ
সিংহনাদ করত সমস্বরে
বিজয়সূচক গীত।)—

১

খাম্বাজ সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

এস যত সুহৃদ বান্ধব।
করি বিজয় উৎসব,
লঙ্কেশ হয়েছে পরাভব।
যাঁর ভয়ে ছিল ভীত দেবতা দানব,
আজি তারা সন্তোষিত সব,
শ্রীরাম-যশঃকীর্ত্তন, করিয়ে করে ভ্রমণ,

ওই দেখ বিরিঞ্চিবাসব।
হোক শ্রীরামের জয়, জয় শ্রীরামের জয়,
গাও শ্রীরামের জয়, কি ভয় কিভয়,
গাও শ্রীরামের জয়।

২

হর-শরাসন ভঙ্গ হলো যাঁর করে।
নাশিলেন যিনি তারকারে,
সেই প্রভু ভুজবলে, ভাসায়ে শিলা সলিলে,
বান্ধিলেন অলঙ্ঘ্য সাগরে।
হোক শ্রীরামের জয়, জয় শ্রীরামের জয়,
গাও শ্রীরামের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও শ্রীরামের জয়।

৩

বিভীষণ-বামে দিয়ে রাণী মন্দোদরী।
লঙ্কাপুরে অভিষিক্ত করি,
করেন যিনি উৎসব, প্রণম সেই রাঘব,
প্রভু রক্ষঃ-কুলান্তকারী।
হোক শ্রীরামের জয়, জয় শ্রীরামের জয়,
গাও শ্রীরামের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও শ্রীরামের জয়।

৪

স্পর্শি যাঁরে পর্শুরাম হলো তেজ হত।
কর তাঁর পদে প্রণিপাত,

যে পদ করি স্পর্শন, পাষাণে পাইল প্রাণ,
কাষ্ঠতরী স্বর্ণে পরিণত।
হোক শ্রীরামের জয়, জয় শ্রীরামের জয়,
গাও শ্রীরামের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও শ্রীরামের জয়।

৫

দশাস্যের দর্পচূর্ণ হলো যাঁর করে।
যেই ভাবে সে সীতাপতিরে,
করেছে সে বিশ্ব জয়, তার আর কারে ভয়,
অন্যে তার কি করিতে পারে।
হোক শ্রীরামের জয়, জয় শ্রীরামের জয়,
গাও শ্রীরামের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও শ্রীরামের জয়।

৬

স-সীত শ্রীরামপদ করিতে পূজন।
বিলম্ব করনা ভ্রাতৃগণ,
সেই ভবভয়হারী, ভক্তগণ-ত্রাণকারী,
ছেদিবেন এ ভব-বন্ধন।
হোক শ্রীরামের জয়, জয় শ্রীরামের জয়,
গাও শ্রীরামের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও শ্রীরামের জয়।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হিমগিরিনিবাস—সময় নবমী—যামিনীর শেষ প্রভাতকাল।

(গবাক্ষে মেনকাসহ গিরিরাজ দণ্ডায়মান।)

৭৪

ললিত সম্পূর্ণ—দ্রুত ত্রিতালী।

মেনকা। কি করি কি করি গিরি বল উপায় এখন।
প্রায় অতীত শর্ব্বরী হলো প্রভাতলক্ষণ।
দেখে ওই শুকতারা,
বহে মম অশ্রুধারা,
পাছে হই তারাহারা, এই শঙ্কা অনুক্ষণ।
শুনিতেছি পরম্পর,
আজ্ঞা করেছেন হর,
কল্য উদিলে ভাস্কর, লয়ে যাবে উমাধন।

৭৫

ললিত সম্পূর্ণ—দ্রুত ত্রিতালী।

গিরি। ধৈরয ধরগো রাণী অধৈর্য্য হওনা এত।
জানাইও জামাতারে যত্নে মনঃ-দুখ যত।
কিন্তু বলিগো তোমারে,
পুনঃ দিন-ত্রয় পরে,

পাঠাইতে অম্বিকারে, আছি আমি প্রতিশ্রুত।
প্রিয়ে করনা এমন,
বৃথা করা হবে যত্ন,
রাখিতে কি উমাধন, শঙ্কর হবে সম্মত।

৭৬

ললিত সম্পূর্ণ—দ্রুত ত্রিতালী।

মেনকা। বলোনা বলোনা গিরি এমন নিষ্ঠুর বাণী।
নাহি পাঠাব উমারে ফিরে যাক শূলপাণি।
এই বহুদিন ধরে,
কত যতনে তোমারে,
পাঠায়ে কৈলাসপুরে, আনিলাম নন্দিনী।
মাত্র দিনত্রয়াতীত,
এতে মনঃ-সাধ যত,
কভু কি হয় পূরিত, যে পাঠাইব সর্ব্বাণী।

৭৭

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়খ্যামটা।

গিরি। আর কি বলিব রাণী শুন তবে বিবরণ।
গিরিশ গৌরীরে ত্যজি কেমনে ধরিব প্রাণ।
হেরে কাতর আমারে, দিগম্বর দয়া করে,
দিনত্রয়ের তরে;
কত কষ্টে অম্বিকায়, করিলেন গো প্রেরণ।
হয়েছি যা প্রতিশ্রুত, করা তার অন্য মত,
কভু নহে উচিত;
পাঠাইব না উমারে, প্রিয়ে বলো না এমন।

(মেনকা অস্তাচলগামি চন্দ্রিমার প্রতি দর্শনকরতঃ করযোড়ে)—

৭৮

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

করি নতি উড়ুপতি থাক থাক ওইখানে।
তুমি গেলে, অস্তাচলে হারাইব তারাধনে।
দশমীর দিবাকর,
প্রকাশ হইলে পর,
আসিবে নাকি শঙ্কর, লইতে উমা-রতনে।
সদত ভাবি যে তারা,
সে তারা আঁখির তারা,
সে তারা হইলে হারা, বাঁচিব কেমনে প্রাণে।

(ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া শুকতারার উদয় দর্শনকরতঃ ক্রন্দনচ্ছলে তৎপ্রতি)—

৭৯

ললিত সম্পূর্ণ—মধ্য ত্রিতালী।

সুখহরা শুকতারা কেন আজি দেখা দিলে।
হতো মম শুভপ্রদ অদ্য তুমি না উদিলে।
তব আগমন হেরি,
আইল উষা সুন্দরী,
দেখে দুখে আমি মরি, ভাসিয়ে অশ্রু-সলিলে।
এই বারে উমাধন,
করিতে বুঝি হরণ,
আসিবেন ত্রিলোচন, নবমী নিশি পোহালে।

(পুরদ্বারে বৃষ আরোহণে মহাদেবের প্রবেশ ও শিঙ্গা-ডমরুর ধ্বনি।)

৮০

ভৈরবী সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

মেনকা। শিঙ্গাডমরুর শব্দ আজি কেন শুনি দ্বারে।
আইলেন কি শঙ্কর লয়ে যেতে শঙ্করীরে।
এস পৌরবাসী যত,
সবে হয়ে ঐকমত,
জীবিত রব যাবত, নাহি পাঠাব উমারে।
বরং হর-কোপানলে,
মরি মরব সকলে,
যা থাকে হবে কপালে, জামাতা যাউন ফিরে।

(শঙ্করের সম্মুখে মেনকাসহ গিরিরাজ উপস্থিত ও উভয়ের স্তুতি।)

৮১

সিন্ধু-খাম্বাজ—আড়খ্যামটা।

মেনকা। করুণা করি শঙ্কর কর অবলোকন।
রেখে যাও শঙ্করীরে এই মাত্র নিবেদন।
দুহিতা দৌহিত্রদ্বয়, বর্ষ পরে দিনত্রয়,
আইল মম আলয়;
এতে মম মনঃ-সাধ, পূর্ণ কি হয় কখন।

গিরিরাজ। আর আছে বাঞ্ছা মনে, তোমা সহ উমাধনে।
লয়ে দৌহিত্রে দুজনে;
সুখে কাটাইব কাল, যাবত রবে জীবন।

(শঙ্কর ক্রোধে অধীর হইয়া আরক্ত নয়নে গিরিরাজের প্রতি)—

৮২

সিন্ধুখাম্বাজ—আড়খ্যামটা।

আজি কেন অম্বিকারে পাঠাইতে অসম্মত।
কি বলে আনিয়েছিলে হলে কি তাহা বিস্মৃত।
হেরে কাতর তোমারে, তব বাক্য অনুসারে,
প্রেরি দিনত্রয়ের তরে;
তবে পুনঃ প্রেরণের, প্রতিবাদ কি উচিত।
জান প্রতিজ্ঞা আমার, ক্ষণ না রাখিব আর,
কর ত্বরা প্রতিকার;
দিয়ে সত্বর বিদায়, পূর্ণ কর প্রতিশ্রুত।

(মহাদেবের বাক্যে গিরিরাজ ও মেনকা ত্রাসিত হইয়া
অন্তঃপুর মধ্যে প্রস্থান, ক্ষণকাল পরে
অন্তঃপুরদ্বারে মহাদেব উপস্থিত)—

৮৩

সিন্ধু খাম্বাজ আড়খ্যামটা।

শঙ্কর। আয়োজন কর গিরি পাঠাইতে অম্বিকারে।
শুভক্ষণ সমাগত কি ফল বিলম্ব করে।
কোথা গুহগণপতি, এস দোঁহে [illegible],
সহ স্বীয় প্রসূতি;
আয় গো জয়া বিজয়া, যাইব কৈলাসপুরে।
আর শৈথিল্য না সয়, চরলগ্ন গতপ্রায়,
হও ত্বরা বিদায়;
দেখ হয়েছে উদিত, দশমীর প্রভাকরে।

(শঙ্করের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে শঙ্করী উত্তেজিত হইয়া মেনকার প্রতি ক্রন্দনচ্ছলে ও করুণস্বরে)—

৮৪

বাহার সম্পূর্ণ—আড়া।

দাও মা বিদায় ত্বরা সহ গুহ গজানন।
দ্বারে রবে দাঁড়াইয়ে কতক্ষণ ত্রিলোচন।
কেন মা বিলম্ব কর,
যেতে হবে বহুদূর,
দশমীর বিভাকর, বিতরে খর কিরণ।
গত হয় সু-সময়,
শৈথিল্যতা ভাল নয়,
এক্ষণে যাব নিশ্চয়, সবে কৈলাস ভবন।

(মেনকা অশ্রুপূর্ণলোচনে উমার করদ্বয় ধারণকরতঃ ক্রোড়ে লইয়া)—

৮৫

ভৈরবী সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

চলিলে কি ওমা উমা ত্যজিয়ে আমার পুরী।
হবি যে এত নিষ্ঠুরা কভু ভাবি না শঙ্করী।
অনেক দিনের পরে,
যদি এলি দয়া করে,
এক্ষণে কি দোষে মোরে, যেতে চাও পরিহরি।
না হেরিয়ে তোমাধনে,
বাঁচিব কেমনে প্রাণে,

ক্ষণ যাঁর অদর্শনে, দুখ-নীরে ডুবে মরি।
তব কি দিব মা দোষ,
দয়াশূন্য আশুতোষ,
কেন তাঁর এত রোষ, কিছু বুঝিবারে নারি।

(চিবুক ধারণকরতঃ স্নেহে বদন চুম্বন এবং স্বকরে নানালঙ্কারে উমাকে অলঙ্কৃত করিয়া)—

৮৬

ভৈরবী সম্পূর্ণ—দ্রুত ত্রিতালী।

মেনকা। রেখ রেখ রেখ বাছা দুখিনীর বাক্য মনে।
বর্ষে বর্ষে এই কালে এসো মম নিকেতনে।
তুমি মম প্রাণধন,
হেরি জুড়ায় নয়ন,
অশ্রুধারা নিপতন, নতুবা হয় নয়নে।
তোমার গমন দেখি,
দেখ পৌরজন দুঃখী,
যত তব বাল্য সখী, ভ্রমে মলিন-বদনে।
পশুপক্ষী আদি সবে,
ক্রন্দন করে নীরবে,
ঐ "হা হতোস্মি" রবে, এলো প্রতিবাসীগণে।

[জয়া ও বিজয়া গুহগজাননসহ শঙ্করীকে লইয়া শঙ্করের সম্মুখে উপস্থিত ও শঙ্করের বামে শঙ্করী দণ্ডায়মানা, জয়া ও বিজয়ার চামর ব্যজন, প্রতিবেশিনীগণের পুনঃ পুনঃ শঙ্খনাদ ও উলুধ্বনি, মেনকা গিরিরাজকে পশ্চাতে রাখিয়া বরণডালা লইয়া দম্পতীকে বরণ-পূর্ব্বক উভয়ের গলায় পুষ্পমালা প্রদান, এবং মস্তকে পুষ্প, ধান্য, দূর্ব্বা অর্পণ।]

(গিরিরাজ ও মেনকা সমস্বরে)—

৮৭

ভৈরবী সম্পূর্ণ—শ্লথ ত্রিতালী।

থাক অভিন্ন-হৃদয়ে সুখে শঙ্করী শঙ্করে।
বিশুদ্ধ প্রণয় বদ্ধ হোক দোঁহার অন্তরে।
স্নেহ অনুরাগ যেন,
পরস্পরে বেষ্টন,
করিয়ে করে নিমগ্ন, সদা আনন্দ-সাগরে।
আর দীর্ঘজীবী হ'য়ে,
পুত্র পৌত্রাদি ল'য়ে,
বিহর স্বচ্ছন্দ হ'য়ে, রম্য কৈলাস-শিখরে।

(শঙ্করীর বাল্যসখিগণ দম্পতীকে বেষ্টনকরতঃ করতালি প্রদানপূর্ব্বক নৃত্য ও গীত।)

৮৮

যোগিঞা সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

নিত্য নবীন সোহাগে আকৃষ্ট করি কেমন।
ক'রেছে দম্পতী-হৃদে সৌহার্দ্দ্যতা সংস্থাপন।
তায় বেঁধেছে শঙ্করে,
শঙ্করীর আঁখি-শরে,
সাধ্য কি যে পরস্পরে, চ্যুত করে এ বন্ধন।
আর অন্তরে দোঁহার,
হ'য়ে প্রেম-বীজাঙ্কুর,
হ'তেছে উত্তরোত্তর, ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধন।
(যবনিকা পতন।)

সম্পূর্ণ।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street. Calcutta.